বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ই-মেইল ঃ
dgmaccounts1@krishibank.org.bd
ফোন ঃ ৯৫৫৬৯৩১

কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা-১)

নং প্রকা/হিসাব(শাখা-১)/ভ্যাট ও ট্যাক্স-৬(৪৮)/২০২৪-২৫/ ২৮ তারিখ: ০৭/০৭/২০২৪

১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়/ স্টাফ কলেজ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ।
২। উপমহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখাসমূহ।
৩। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়।
৪। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়।
৫। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়।
৬। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

**বিষয় ঃ অর্থ আইন, ২০২৪ মোতাবেক আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর সংশোধন প্রসঙ্গে।**

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে অর্থ আইন, ২০২৪ এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাসূমহের (পৃষ্ঠা নং ২০৫২৮ হতে ২০৫২৯ এবং পৃষ্ঠা নং ২০৫৪২) প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বর্ণিত আইনের মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৯৭, ধারা ১০২ এবং ধারা ২৬৫ এ নিম্নক্তভাবে সংশোধন করা হয়েছে।

**ধারা ৯৭ঃ স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন:-**

ক) ধারা ৯৭ এর উপান্তটীকা "স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর্তন" এর পরিবর্তে "স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন " উপান্তটীকাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

খ) ধারা ৯৭ উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-"(৩) সকল প্রকার ফল এবং কম্পিউটার বা কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ২% (দুই শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।"

গ) ধারা ৯৭ উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা:-"(৪) ধান, গম, গোল আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মটরশুটি, ছোলা, মশুর ডাল, আদা, হলুদ, শুকনো মরিচ, ডাল, ভুট্টা, মোটা আটা, আটা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, কালো গোল মরিচ, দারুচিনি, বাদাম, লবঙ্গ, তেজপাতা, পাট, তুলা এবং সুতা ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ১% (এক শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।"

**ধারা ১০২ঃ সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন:-**

ঘ) ধারা ১০২ এর উপ-ধারা (১) এর পরির্বতে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে। "(১) এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের কোনো আইনের অধীন কোনো প্রকার ব্যাংকিং, ইনস্যুরেন্স, লিজিং, ফাইন্যান্সিং, ডাক ও ব্যাংকিং, সমবায় বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তি, অথবা কোনো প্রকারের আমানত (deposit) এর বিপরীতে সুদ বা মুনাফা পরিশোধকারী কোনো ব্যক্তি, অন্য কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে কোনো প্রকারের সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করিলে, সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সুদ বা মুনাফা কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময়, যাহা পূর্বে ঘটে, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর্তন করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিবেন, যথা:-

সারণী

| ক্রমিক নং | প্রাপকের ধরন | কর কর্তনের হার |
|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) |
| ১। | ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানির ক্ষেত্রে | ২০% (বিশ শতাংশ) |
| ২। | প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীজ ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে | ১০% (দশ শতাংশ) |
| ৩। | ক্রমিক নং ১ ও ২ এ উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে | ১০% (দশ শতাংশ) |

।"।

**ধারা ২৬৫ঃ রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন:-**

ঙ) ধারা ২৬৫ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী এই আইনের অধীন রির্টান দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ করদাতা যাহার ব্যবসা হইতে আয় রহিয়াছে তিনি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ তাহার ব্যবসার স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ কোনো স্থানে প্রদর্শন করিবেন।

চ) ধারা ২৬৫ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এবং ২০ (বিশ) হাজার" সংখ্যাগুলি, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলির পরিবর্তে "২০ (বিশ) হাজার টাকা এবং অনধিক ৫০ (হাজার)" সংখ্যাগুলি, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

০৩। উল্লিখিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে উক্ত অর্থ আইন, ২০২৪ এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাসূমহ (পৃষ্ঠা নং ২০৫২৮ হতে ২০৫২৯ এবং পৃষ্ঠা নং ২০৫৪২) সংযুক্ত করে পত্র প্রেরণ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

০৭.০৭.২০২৪

(খান তামজিদ আহমেদ)
উপমহাব্যবস্থাপক

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

নং প্রকা/হিসাব(শাখা-১)/ভ্যাট ও ট্যাক্স-৬(৪৮)/২০২৪-২৫/২৬ তারিখ ঃ ঐ

**সদয় জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ**

১। চীফ স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
২। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়-১, ২ ও ৩ এর সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান/সচিব/ বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। **পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।**
৬। নথি/মহানথি।

০৭.০৭.২৪

(আরিফুর রহমান)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

**৩৪। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৮২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "মাসের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

**৩৫। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৮৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "আনুমানিক" শব্দটির পরিবর্তে "প্রাক্কলিত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে।

**৩৬। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৮৮ এর প্রতিস্থাপন।-** উক্ত আইনের ধারা ৮৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৮৮। **অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে উৎসে কর্তন।**—বাংলাদেশে বিদ্যমান কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ অনুযায়ী অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।"।

**৩৭। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৯৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "-এর নিকট উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম" চিহ্ন ও শব্দগুলির পর "বা অন্য কোনো ব্যক্তি" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

**৩৮। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৯৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯৭ এর—

(ক) উপান্তটীকা "**স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর্তন**" এর পরিবর্তে "**স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন**" উপান্তটীকাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) সকল প্রকার ফল এবং কম্পিউটার বা কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ২% (দুই শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।";

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৪) ধান, গম, গোল আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মটরশুটি, ছোলা, মশুর ডাল, আদা, হলুদ, শুকনো মরিচ, ডাল, ভূট্টা, মোটা আটা, আটা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, কালো গোল মরিচ, দারুচিনি, বাদাম, লবঙ্গ, তেজপাতা, পাট, তুলা এবং সুতা ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ১% (এক শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।"।

**৩৯। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৯৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯৮ এ উল্লিখিত "১০% (দশ শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "২০% (বিশ শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

**৪০। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১০২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০২ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের কোনো আইনের অধীন কোনো প্রকার ব্যাংকিং, ইনস্যুরেন্স, লিজিং, ফাইন্যান্সিং, ডাক ও ব্যাংকিং, সমবায় বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তি, অথবা কোনো প্রকারের আমানত (deposit) এর বিপরীতে সুদ বা মুনাফা পরিশোধকারী কোনো ব্যক্তি, অন্য কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে কোনো প্রকারের সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করিলে, সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সুদ বা মুনাফা কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময়, যাহা পূর্বে ঘটে, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে উৎসে কর কর্তন করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিবেন, যথা:—

**সারণী**

| ক্রমিক নং | প্রাপকের ধরন | কর কর্তনের হার |
|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) |
| ১। | ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানির ক্ষেত্রে | ২০% (বিশ শতাংশ) |
| ২। | প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীজ ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে | ১০% (দশ শতাংশ) |
| ৩। | ক্রমিক নং ১ ও ২ এ উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে | ১০% (দশ শতাংশ) |

।"।

**৪১। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১০৩ এর বিলোপ।**—উক্ত আইনের ধারা ১০৩ বিলুপ্ত হইবে।

(খ) যেই করবর্ষে ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে কোনো রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করা হইয়াছে সেই করবর্ষ শেষ হইবার পরবর্তী ২ (দুই) করবর্ষ;

(গ) যেই করবর্ষে কোনো রিটার্ন সাধারণ রিটার্ন হিসাবে গণ্য হইয়াছে উক্ত করবর্ষ শেষ হইবার পরবর্তী ১ (এক) করবর্ষ;

(ঘ) ধারা ২৩৫ এর অধীন প্রণীত কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত আয় প্রথমবার নিরূপণযোগ্য হইয়াছে উহা শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) করবর্ষ।"।

**৭১। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৯৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯৮ এর দফা (১) এর উপ-দফা (ঈ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ঈ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঈ) পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার বা উপকর কমিশনার বা উপকর কমিশনারের অনুমতি সাপেক্ষে কর পরিদর্শক;"।

**৭২। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৬৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা ৪৩ এর প্রান্তঃস্থিত "।" দাঁড়ির পরিবর্তে ";" সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দুটি দফা সংযোজিত হইবে, যথা:—

"৪৪. হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নকালে;

৪৫. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোনো সেবা গ্রহণকালে;"।

**৭৩। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৬৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬৫ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এবং অনধিক ২০ (বিশ) হাজার" সংখ্যাগুলি, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলির পরিবর্তে "২০ (বিশ) হাজার টাকা এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার" সংখ্যাগুলি, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

**৭৪। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৭০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭০ এ উল্লিখিত "বা ১৮৩" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে ", ১৮৩ বা ২১২" কমা, সংখ্যাগুলি ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

**৭৫। ২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৭১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭১ এ উল্লিখিত "ধারা ১৭৩ এর আবশ্যকতা অনুযায়ী কর" শব্দগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে "স্বীকৃত করদায়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।